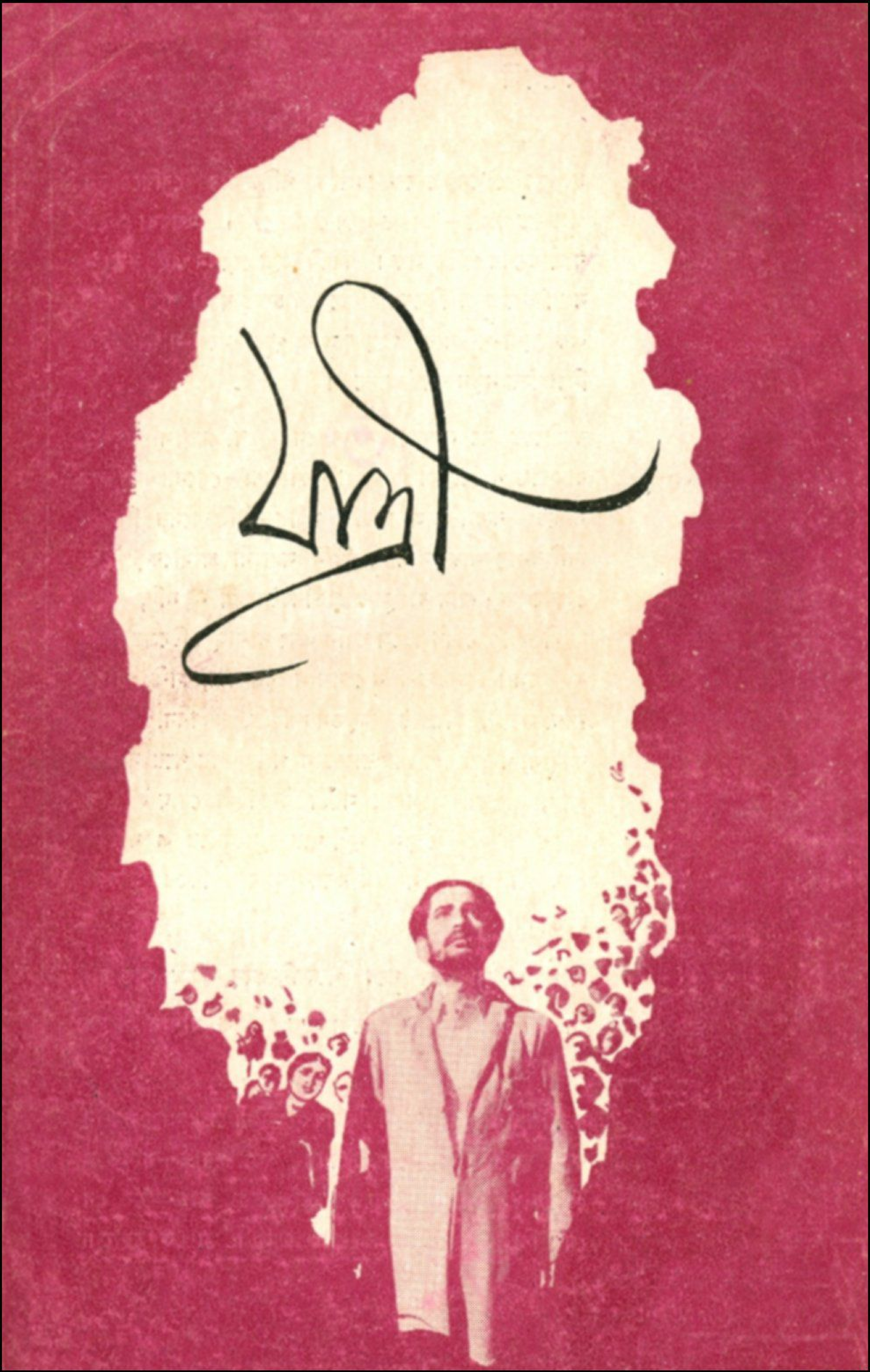

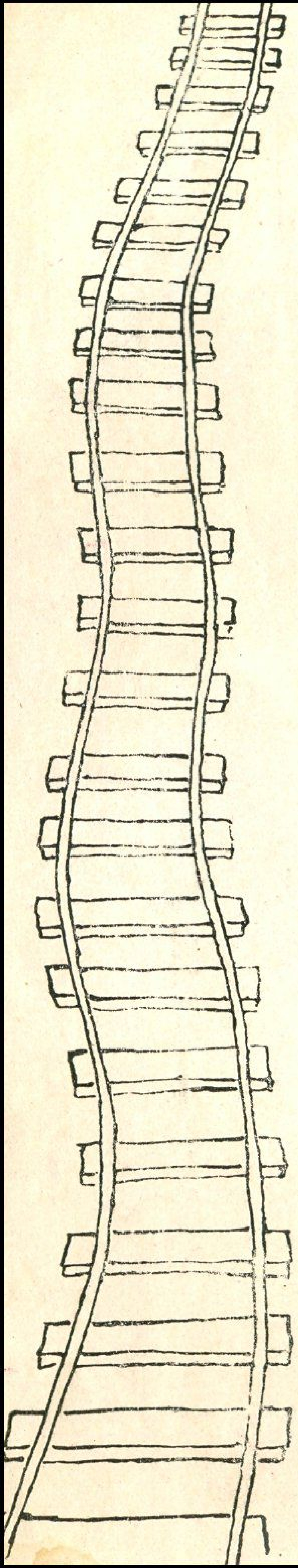

কাহিনী

হাওড়া ষ্টেশন থেকে ভারত পরিক্রমায় বেরিয়েছেন পাঁচশত যাত্রী—'ভারত-দর্শণ স্পেশালে'। মন্মথবাবু এই যাত্রীযূথের পরিচালক। তিনি স্বপ্ন দেখেন এই যাত্রায় সারা ভারত প্রদক্ষিণের মাধ্যমে পাঁচশত যাত্রী পথে পথে এক সুখী-পরিবার গড়ে তুলবে, পুরাতনকে সাক্ষী রেখে নিজেদের নতুন করে জানবে।

যাত্রীদের মধ্যে আছে অরুণ সেন—যে বেহালা এনেও বাজাতে পারছে না॥ অধ্যাপিকা বীণা—ট্রেনের সেবিকা সবিতা—কম্যার্শিয়াল আর্টিষ্ট সমীর—ইতিহাসের শিক্ষক বিপিনবাবু আর মাসীমা যিনি সন্ন্যাসী স্বামীকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন; গ্রাম বাঙ্‌লার প্রতীক বৈষ্ণবী নতুনদি, তাঁর স্বামী নবীন, ছোট্ট ছেলে স্থানি এবং নানান্ চরিত্রের ভিড় এই দলে। ভারত-দর্শন স্পেশাল বুদ্ধ-গয়া, কাশী, সারনাথ, লক্ষ্ণৌ, হরিদ্বার, অমৃতসর, দিল্লি, বৃন্দাবন, আগ্রা, ঝান্‌সি, খাজুরাহো হয়ে রাজস্থান পরিক্রমার পরে মাউন্ট আবু, অজন্তা, ইলোরা, সাঁচী উজ্জয়িনী, বোম্বাই হয়ে দক্ষিণ ভারত—তারপর পুরী ঘুরে ভুবনেশ্বরে এ যাত্রার শেষ তীর্থ দর্শন সমাধা করে আবার ফিরে আসবে হাওড়ায়।

আপন ভোলা সেন পথে পথে কি যেন খুঁজে বেড়ায়।

সে কী সুর? সেই হারানো সুরই বুঝি বীণার হৃদয় তন্ত্রীতে ঝংকার তোলে।

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট সমীর জীবিকার দাবীতে আত্ম সমর্পন করে ভুলে গিয়েছিলো শিল্পীর দায়িত্ববোধ—সবিতার প্রেরণায়, অতীত ভারতের ঐতিহ্যের যাদু-স্পর্শে সে যে শিল্পী তা নতুন করে জানলো। সার্থক হোলো

তার শিল্পী-সত্ত্বা। গতদিনের দেবতার সমর্পিতা দেবদাসীই বুঝি একালের মানব-সেবিকা সবিতা; যার ছায়া সমীরের হৃদয়ে অক্ষয় হয়ে রইলো।

বৃদ্ধ বিপিনবাবু আজীবন ইতিহাস পড়িয়ে এসেছেন, আজ বেরিয়েছেন তাকে স্পর্শ করে যেতে। তাঁর সর্বক্ষণের-সাথী প্রাণোচ্ছল একরত্তি স্থানী—আগামী দিনের সম্ভাবনা। নতুনদি সারা পথ গানের জাল বুনে যায়, তার চোখের মণিতে রয়েছে গিরিধারীলাল। বীণা তাকে ভুল বুঝেছিলো কিন্তু সেনকে প্রথম চিনেছিলো নতুনদি সবার আগে।

এমনি করেই পথে পথে সংখ্যাহীন বিস্ময়, ঘাত-প্রতিঘাত, বিরহ-মিলনের মাঝে পাঁচশত যাত্রীর যাত্রা সার্থক হয়।

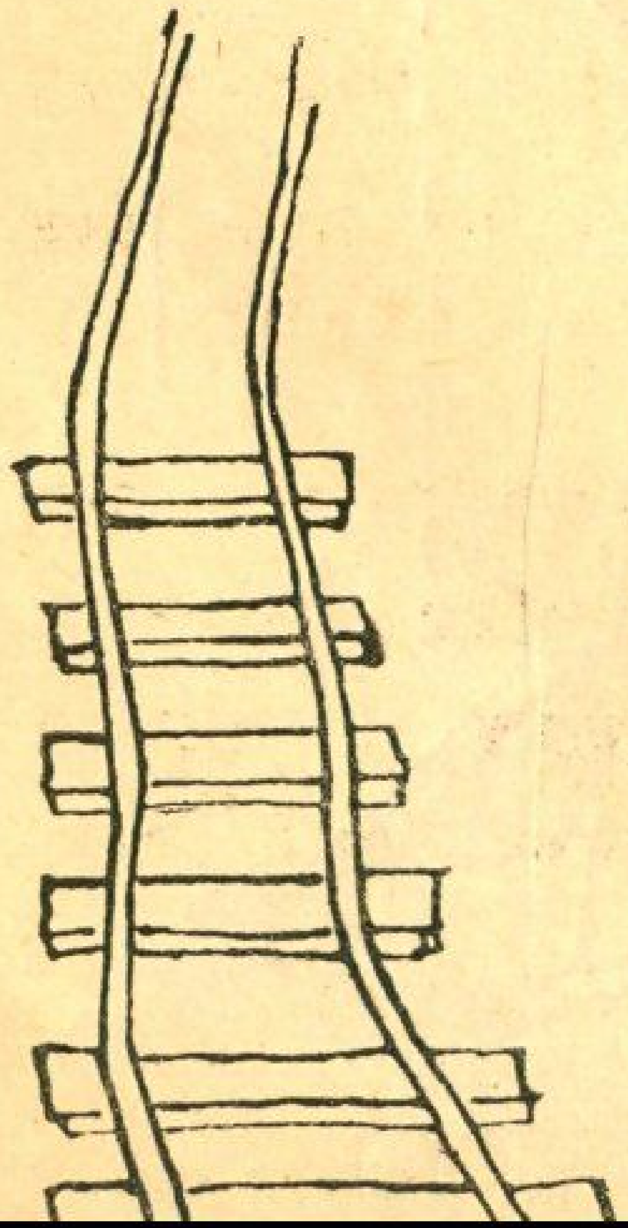

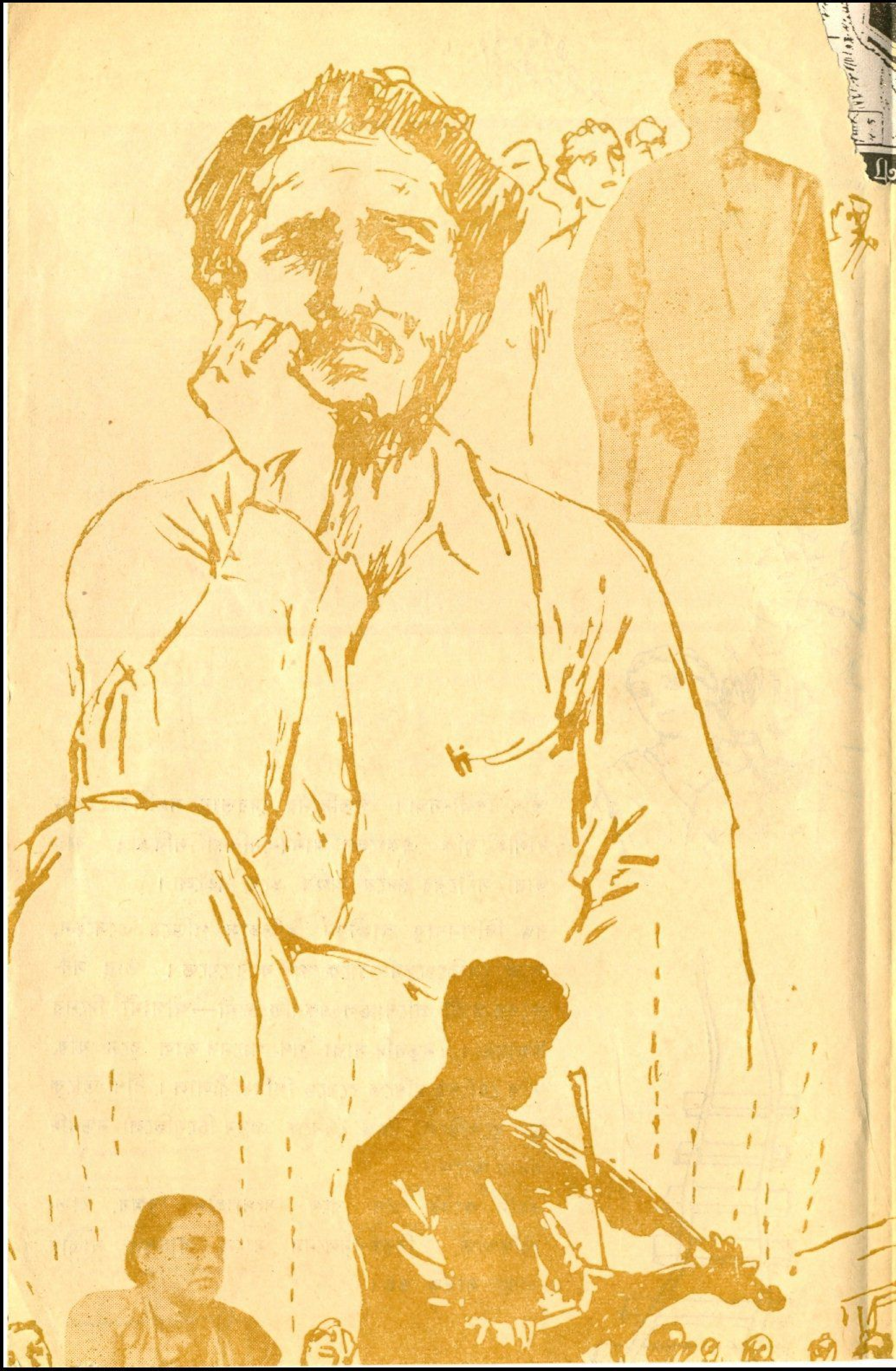

• গান •

ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর—
তোমাতে বিশ্বমায়ের
আঁচল পাতা।
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে
তোমার ঐ শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি
মর্মে গাঁথা।
ওমা তোমার কোলে জনম আমার
মরণ তোমার বুকে,
তোমার পরেই খেলা আমার
দুঃখে সুখে ;
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে
তুমি যে সকল সহা সকল বহা
মাতার মাতা॥
অনেক তোমার খেয়েছি গো
অনেক নিয়েছি মা,
তবু জানিনে যে কিবা
তোমায় দিয়েছি মা ;
আমার জনম গেল বৃথা কাজে
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে
ওমা, বৃথা আমায় শক্তি দিলে
শক্তিদাতা॥

তুমি কহিও নিঠুর আগে
যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
সে বর তাহারে লাগে।
তুমি কহিও আমার হয়ে
কি কথা কহিলে কদম্বতলায়
কালিন্দী জল ছুঁয়ে॥
আছে বৃন্দাবন তার সাথি
সারীশুক আর কোকিল ভ্রমর
কপোত নামেতে পাখী ;
তুমি কহিও তাহার পাশে
যাহারে ছুঁইলে সিনান করিতাম
সে মোরে দেখিয়ে হাসে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভনে
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগেনু
সে মোরে ছাড়য়ে কেনে॥

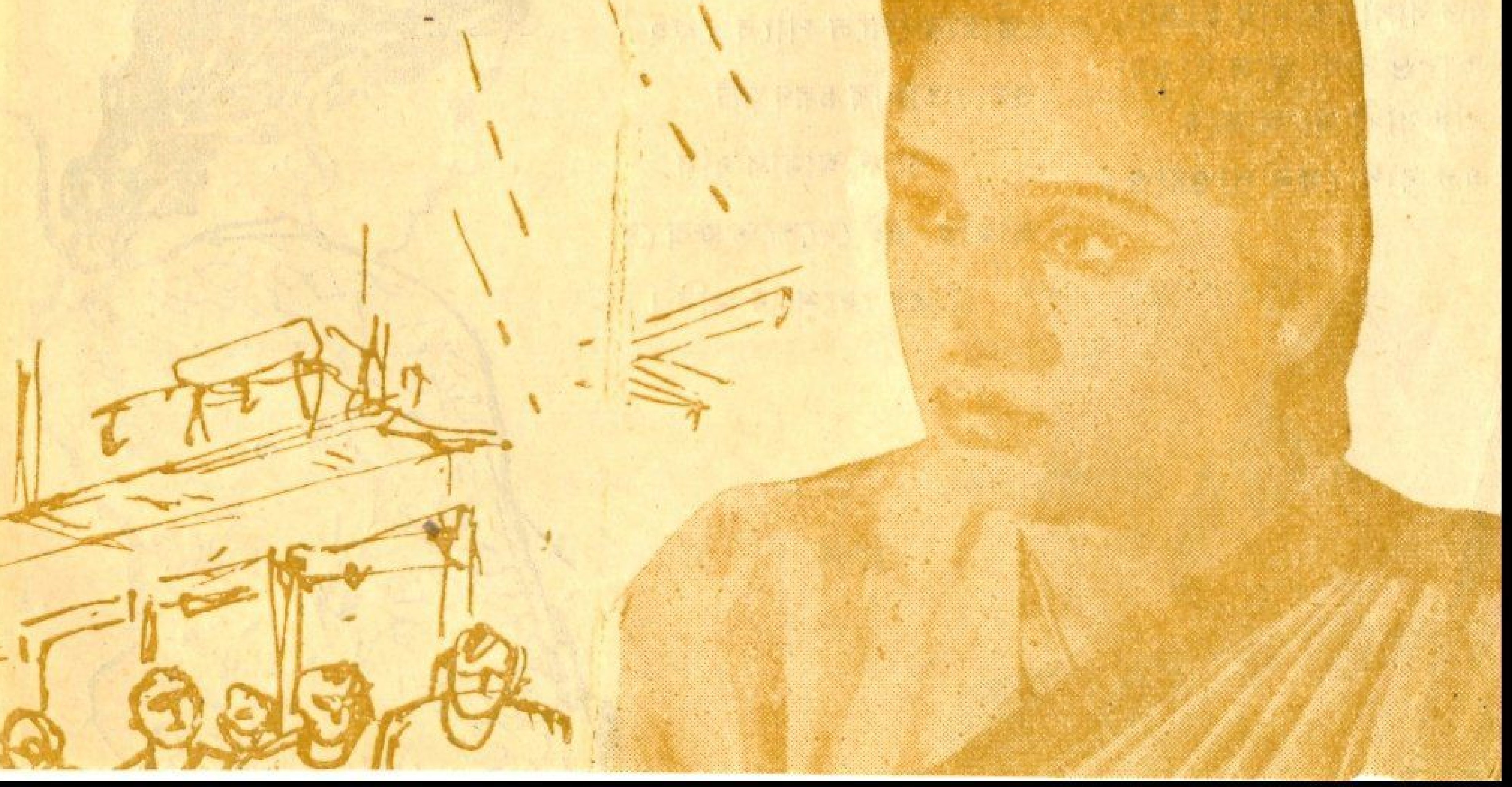

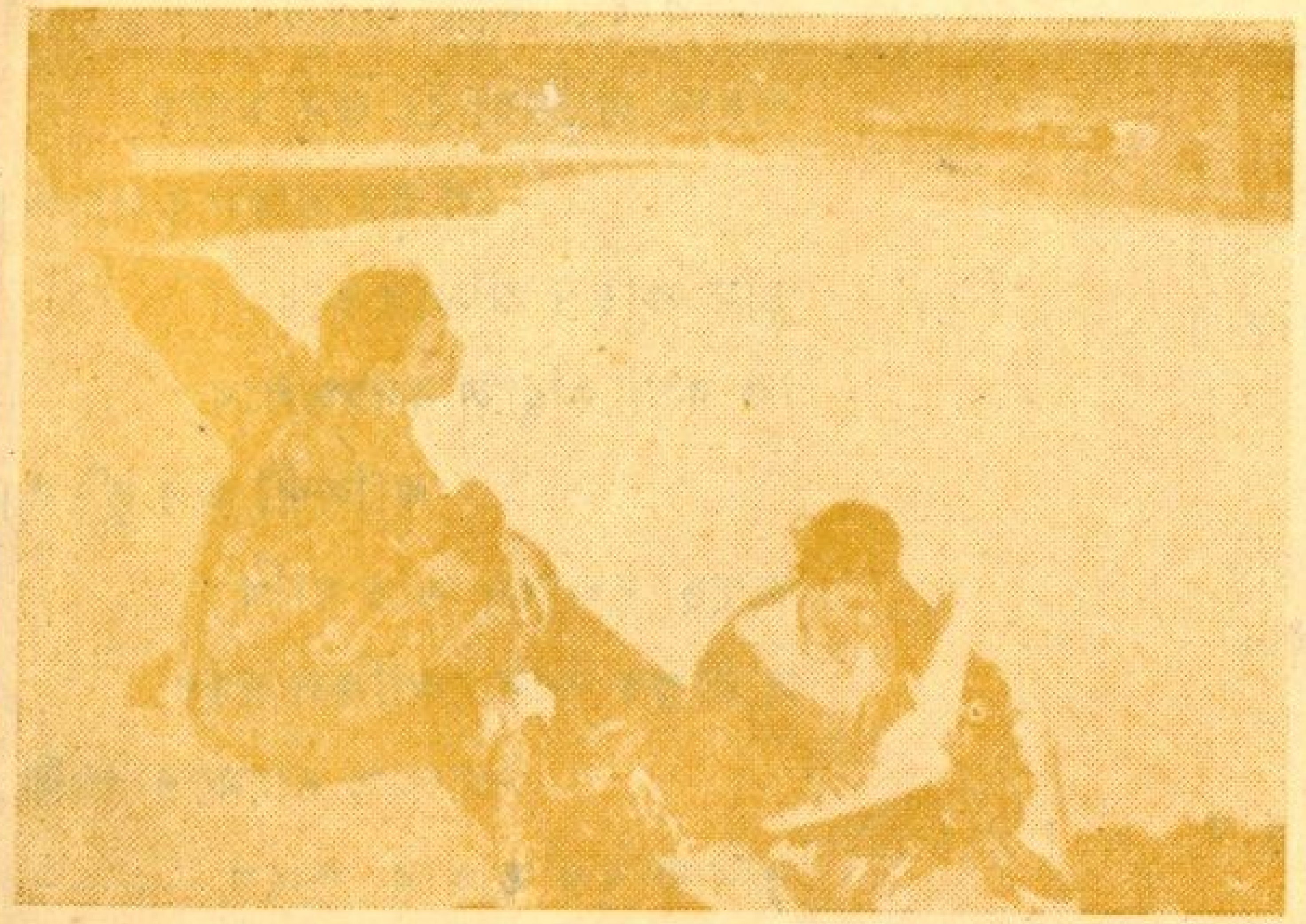

কত গানতো হল গাওয়া
আর মিছে কেন গাওয়াও ?
যদি দেখা নাহি দিবে
তবে মিছে কেন চাওয়াও ?

যদি যতই মরি ঘুরে
তুমি যাবে ততই দূরে
তবে কেন বাঁশীর সুরে
তব তরে এত ধাওয়াও ?

যদি আমার দিবা রাতি
কাটি যাবে বিনা সাথী
তবে কেন বঁধূর লাগি
পথ পানে শুধু চাওয়াও।

বড় ব্যথা তোমায় চাওয়া
আরও ব্যথা ভুলে যাওয়া
যদি ব্যথী না আসবে
এত ব্যথা কেন পাওয়াও ?

ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা
আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক
সকল দেশের সেরা
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে
আমার জন্মভূমি ॥
ভায়ের মায়ের এত স্নেহ
কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরণ দুটি
বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতে জন্ম যে
এই দেশেতে মরি।

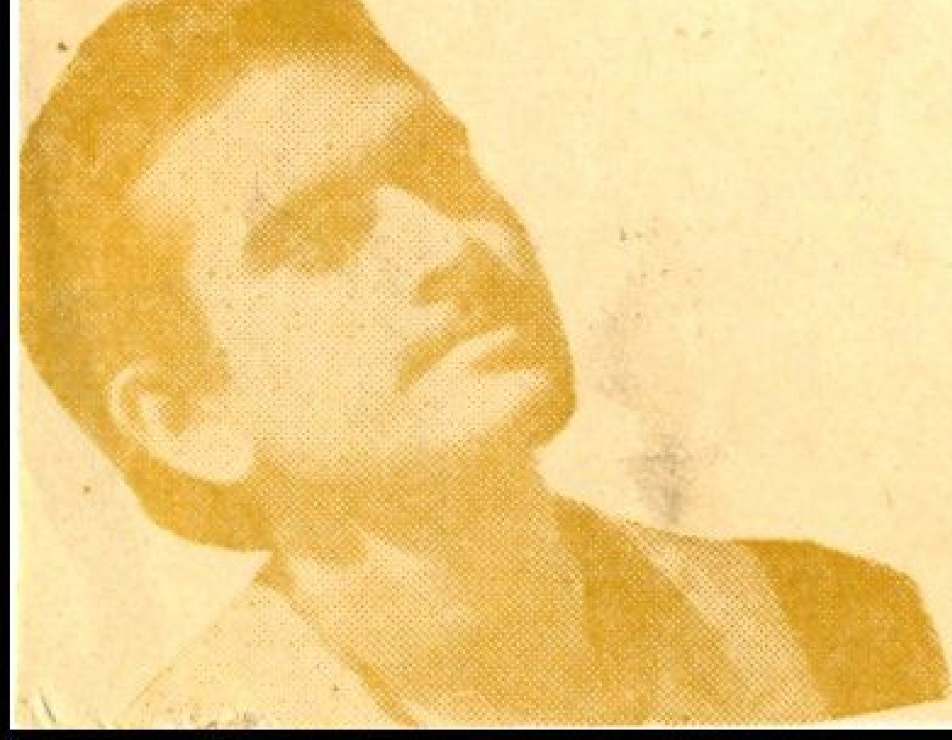

এস. এম. ফিল্ম ইউনিটের নিবেদন

যাত্রী

: কথা কাহিনী চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :

সৎচিদানন্দ সেনমজুমদার

প্রযোজনা : নিরঞ্জন সেন
চিত্রশিল্পী : নলিন দোয়ারা
শব্দযন্ত্রী : নৃপেন পাল
সুজিত সরকার (বহির্দৃশ্য)
আবহ-সংগীত গ্রহণ :
সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা : মধু বন্দ্যোপাধ্যায়
সংগীত পরিচালনা :
(আবহ) সুধীন দাশগুপ্ত
(কণ্ঠ) অনল চট্টোপাধ্যায়

নৃত্য পরিচালনা :
মারুথপ্পা পিল্লাই (মাদ্রাজ)
ব্যবস্থাপনা : সত্যেন দাস
যন্ত্র-অনুষংগ :
ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
প্রচার অংকন-পরিকল্পনা :
সুধীর মৈত্র
প্রচার পরিচালনা :
রমেন চৌধুরী

●

:: রূপায়ণে ::

মুক্তি ॰ বেবি ॰ গীতা ॰ এমা ॰ কমলিনী ॰ খনা ॰ মঞ্জু
পার্থসারথী ॰ ঋষীণ ॰ নবীন ॰ মন্মথবাবু ॰ বিমল ॰ বিপিন ॰
গোপাল ॰ স্যানি ও পাঁচশত সহযাত্রী

●

:: সহকারিবৃন্দ ::

পরিচালনায় : নীহার সরকার ॰ চিত্রগ্রহণে : সুজিত সরকার ॰ সম্পানায় :
গঙ্গা নস্কর • সংগীতে : প্রশান্ত চৌধুরী, কার্তিক ঘোষ ॰ প্রচারে : রঞ্জন
মজুমদার ॰ রূপসজ্জায় : সরোজ মুন্সী

●

কণ্ঠ সংগীত শিল্পী : মঞ্জু গুপ্তা, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, গীতা মুখোপাধ্যায়
সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশ মেহরোত্রা

আবৃত্তি : শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়

বীণ : ললিতা নায়ার (কেরল) ॰ বেহালা : জে, এন, রঙ্গস্বামী (লক্ষ্ণৌ)

ভারত-নাট্যম নৃত্যে : কুমারী সরোজা (তাঞ্জোর)

:: কৃতজ্ঞতা স্বীকর ::

আরকিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট অব ইণ্ডিয়া, ডেভলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে বোর্ড, টেম্পল ট্রাষ্ট, (সাউথ ইণ্ডিয়া), মহাবোধী সোসাইটি, ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের বিভিন্ন শাখা, শ্রীগুণদা মজুমদার (ভারত দর্শন স্পেশালের সর্ব্বাধ্যক্ষ), শ্রী ও. সি. গাঙুলি, শ্রীশৈলেন সেনগুপ্ত ও শ্রীকালী মুখার্জী (সেরা)

●

গীতি উদ্ধৃতি : রবীন্দ্রনাথ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস মির্জা গালিব, অতুলপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল

'রহিয়ে এইসি জাগা' গানটি তাজমহলের অভ্যন্তরে স্থানীয় মুসাফির কর্তৃক এবং ' কহিও নিঠুর আগে' গানটি বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরে গীতা মুখার্জী দ্বারা গীত ও মাহিয়াক্ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

●

অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ : রাধা ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেড

পরিস্ফুটনে : ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ ল্যাবরেটরীজ প্রাঃ লিঃ

তত্ত্বাবধায়ক : আব. সি. মেহতা

মিচেল অ্যারিফ্লেক্স ক্যামেরায় ও আর. সি. এ. এবং মাহিয়াক্ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

পরিবেশক : পিপল্স্ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড

মফঃস্বল : ভবতারিণী পিক্চার্স

সম্পদনা করেছেন : রমেন চৌধুরী,

ছেপেছেন : পেটাল পাবলিসিটির পক্ষে বাণী মঙ্গল আর্ট প্রেস,

১৫এ, রামকৃষ্ণ লেন, (বাগবাজার) কলিকাতা-৩